দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বার্তা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সংখ্যা: সেপ্টেম্বর ২০২১, আশ্বিন ১৪২৮, বর্ষ: ৪, পৃষ্ঠা: ২০, রেজিস্ট্রেশন: প্রক্রিয়াধীন

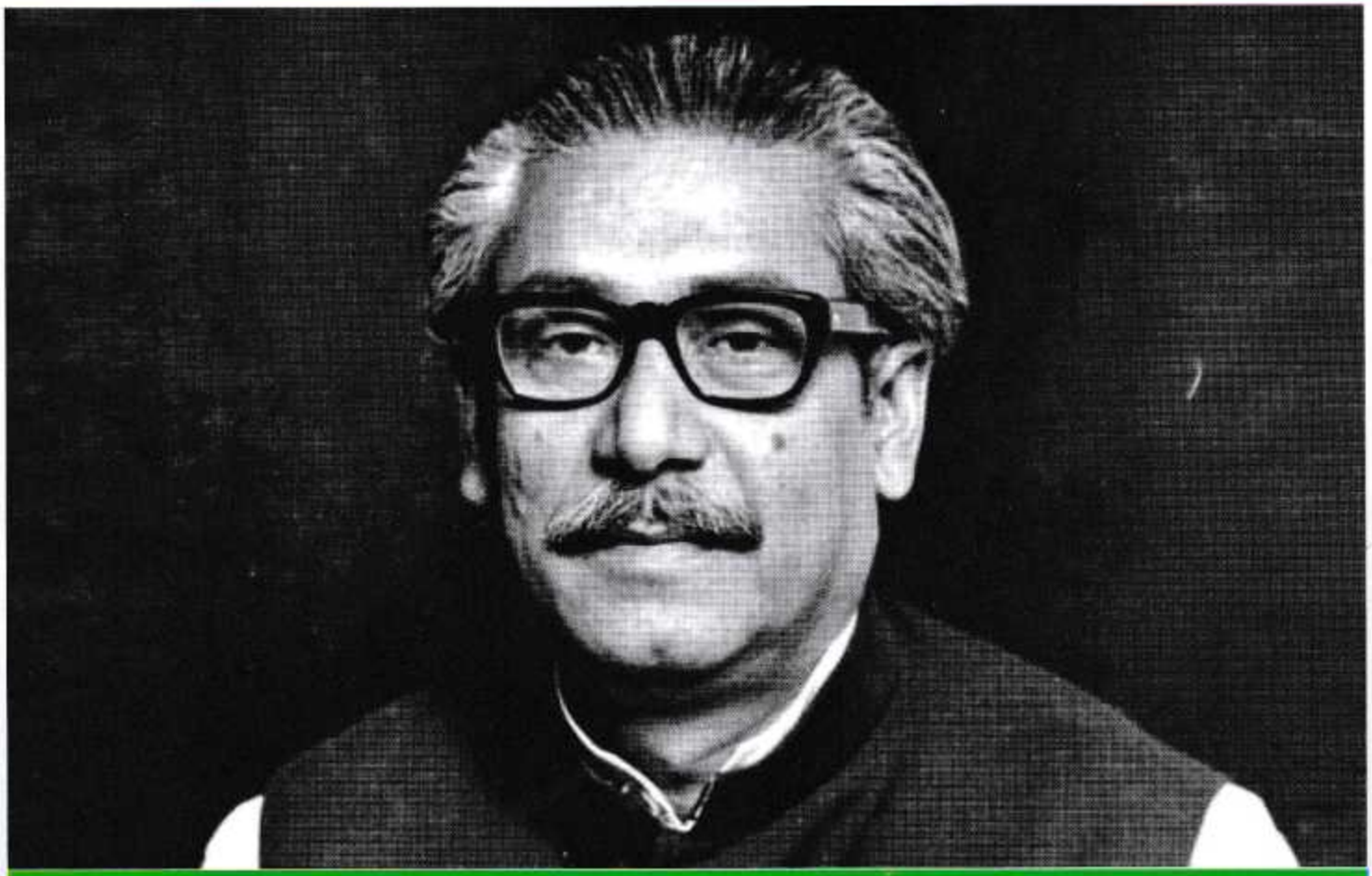

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম জাতি গঠনে অসামান্য অবদান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) জোরদার এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম জাতি গঠনে ঐতিহাসিক নজির স্থাপন করেছেন।

ঘূর্ণিঝড়, বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে জীবন ও সম্পদহানি কমিয়ে আনার মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলায় দেশকে সক্ষম করে তুলতে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

সরকারি নথি থেকে দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি' (সিপিপি) গঠন করা বঙ্গবন্ধুর একটি সাহসী উদ্যোগ ছিল। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের আর্থিক সংকটের প্রাক্কালে স্বাধীন বাংলাদেশের মাত্র এক বছর ছয় মাস বয়স অতিক্রমকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি'র (সিপিপি) কার্যক্রম অক্ষুণ্ন রেখে অর্থনৈতিক বাধা কাটিয়ে উঠতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রাখেন।

১৯৭৩-১৯৭৪ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটের আকার ছিল ৯৯৫ কোটি টাকা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে এর মধ্যে ১৯৭৪ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পুনর্বাসনের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যেভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, সেটি ছিল ঐতিহাসিক ও সাহসী পদক্ষেপ।

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১০ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং বিপুল সম্পদ বিনষ্ট হয়। এতে লাখ লাখ লোক গৃহহীন হয়ে পড়ে। বাঙালি জাতির জন্য এটি ছিল এক মর্মান্তিক ইতিহাস। এই প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে জীবন ও সম্পদহানিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খুবই বেদনাহত হয়েছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের শাসকদের ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের তফসিল বদলাতে চাপ প্রয়োগে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। পরে এই নির্বাচন ১৯৭০ সালের ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।

সম্পাদকীয়

ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে জনবহুল বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ, অগ্নিকাণ্ড, বজ্রপাত ও ভূমিধস আমাদের অতি পরিচিত দুর্যোগ। তা ছাড়া সিসমিক জোনে অবস্থানের কারণে বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা থেকেও আমরা ঝুঁকিমুক্ত নই। ভূমিকম্প এমন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যার পূর্বাভাস দেওয়ার উপায় এখনো বের হয়নি। বড় ধরনের ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি কতটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে, তা বলা মুশকিল। তবে জনসচেতনতা ও পূর্বপ্রস্তুতি থাকলে যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলা করে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার সে কাজটাই করে যাচ্ছে।

আমাদের দেশের প্রধান শহরগুলোতে মানুষ বাড়ার পাশাপাশি আবাসিক-অনাবাসিক স্থাপনা বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। কিন্তু এসব স্থাপনা কতটা মানসম্পন্ন, বড় ধরনের ভূমিকম্পে সেগুলো টিকে থাকবে কি না, এই আশঙ্কা প্রবল। ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে প্রয়োজনীয় খোলা জায়গাও নেই বড় শহরগুলোতে। ফলে মাঝারি ধরনের ভূমিকম্পও বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। আর বড় ধরনের ভূমিকম্প ডেকে আনতে পারে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়। তাই ভূমিকম্পের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে সব ধরনের স্থাপনা দুর্যোগ মোকাবিলার উপযোগী করে গড়ে তুলতে সরকার কাজ করছে।

ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগে দ্রুত উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অ্যাকোয়াটিক সি সার্চবোট, মেরিন রেসকিউ বোট, মেগাফোন সাইরেনসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন দেওয়া হয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে। এ কার্যক্রম সহজ করার জন্য আরও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।

দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার উদ্ধার সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে। বিভাগীয় এবং জেলা শহরগুলোর জন্য ৬৫ ও ৫৫ মিটার উচ্চতায় উদ্ধার কার্যক্রম চালানোর লক্ষ্যে ১৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১টি উন্নত মানের লেডার ক্রয় করা হবে। যেকোনো দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রম চালানোর ক্ষেত্রে উন্নত দেশের মতো সক্ষমতা অর্জনে সরকার কাজ করছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে কথা বলছেন

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা চালান। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি বিশেষ করে দেশের উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ে বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রাণহানি, লাখ লাখ ঘরবাড়ি ও সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে আশ্রয়স্থল গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। আগে ও পরে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন মাত্রার শতাধিক ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে। এগুলোর মধ্যে ১৫ থেকে ২০টি ঘূর্ণিঝড় ছিল ভয়ংকর শক্তিশালী, যাতে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি, লাখ লাখ বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত এবং লাখ লাখ একর জমির শস্য বিনষ্ট হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬২, ১৯৬৩ ও ১৯৬৫ সালে তিনটি ঘূর্ণিঝড়ে এক লাখের বেশি লোকের মৃত্যু হয়েছে।

এই তিনটি ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে ১৯৬৬ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত এক সিদ্ধান্তে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতা দিতে লিগ অব রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিকে (এলওআরসিএস) নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা এবং ধ্বংসযজ্ঞ দেখে বঙ্গবন্ধুর হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল এবং তিনি উপকূলীয় এলাকার এই ভয়াবহতার কথা কখনো ভুলে যাননি। তাই লিগ অব রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং বাংলাদেশ রেডক্রসের সহায়তায় বঙ্গবন্ধু ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। সিপিপি শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে একটি কার্যকর ও টেকসই কর্মসূচি গ্রহণে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরির উপায় বের করতে একটি সমীক্ষা চালান। এই সমীক্ষায়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২ মার্চ ২০০০ তারিখে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন

একটি কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। এই কার্যক্রমে তরুণ-যুবশক্তি হবে চালিকাশক্তি। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির এই রূপরেখায় মি. হেগস্ট্রম গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসী স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা পরিচালিত স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সাংগঠনিক কাঠামোর কথা বললেন, যা ইউনিট নামে পরিচিত। ইউনিট, ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ে সংগঠনের সব নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক উপায়ে সম্পাদনের বিধান রেখে তিনি একটি সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নির্ধারণ করলেন। সম্পূর্ণ সেবামূলক এই সংগঠন উপকূলীয় জনসাধারণের জন্য যেসব মূল দায়িত্ব পালন করবে, তা তিনি নিরূপণ করলেন। এগুলো হলো: ১) উপকূলবর্তী এলাকার প্রত্যেক মানুষের কাছেই ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্কসংকেত পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে। ২) স্বেচ্ছাসেবকেরা জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরে সহযোগিতা করবে। ৩) বিপদগ্রস্ত ও আটকে পড়া মানুষজনকে উদ্ধার করবে। ৪) আহত ব্যক্তিবর্গকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করবে। ৫) ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী সময়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে জনগণকে সহায়তা প্রদান করবে। তদানীন্তন বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) স্বেচ্ছাসেবকবিষয়ক মি. হেগস্ট্রমের প্রস্তাবটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ভীষণ পছন্দ হয় এবং তা বাস্তবায়নে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার চর হেয়ারে কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবকের উপস্থিতিতে তৎকালীন ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মতিউর রহমান বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফা, এমপির উপস্থিতিতে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। এক বছরান্তে লিগ অব রেডক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ ৩০ জুন ১৯৭৩ সালে মাঠপর্যায়ে কর্মসূচি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় এবং বাংলাদেশ সরকারকে এর দায়িত্বভার গ্রহণের অনুরোধ জানায়। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আর্থিক সহযোগিতার অঙ্গীকার ২০ হাজার ৪৩০ জন স্বেচ্ছাসেবককে মানবিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করে।

জাতিসংঘের সহযোগিতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মাটির দুর্গ তৈরি করেন, যা স্থানীয়ভাবে 'মুজিব কিল্লা' হিসেবে পরিচিত। দুর্যোগকালে লোকজনের আশ্রয় নেওয়ার পাশাপাশি তাদের গবাদিপশু নিরাপদ আশ্রয়ে রাখার লক্ষ্যে এই কিল্লা তৈরি করা হয়।

তিনি নিবেদিতপ্রাণ প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক গঠনে নির্দেশনা দেন। বাংলাদেশের উপকূলীয় জনসাধারণকে দুর্যোগে দ্রুত সাড়া দেওয়ার জন্য বেতার যোগাযোগের মাধ্যমে সঠিক সংবাদ পৌঁছে দেওয়া, ঘূর্ণিঝড়ে দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণের জন্য প্রাণহানি এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সিপিপির নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবকদের নিঃস্বার্থ সেবাদানের ফলে সমগ্র বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণকারী প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়সমূহ যথাক্রমে ২০০৭ সালে আঘাত হানা সিডর, ২০০৯ সালের আইলা, ২০১৬ সালে রোয়ানু, ২০১৭ সালে মোরা, ২০১৮ সালে তিতলী, ২০১৯ সালে ফণী ও বুলবুল এবং ২০২০ সালে আম্পানে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। ঘূর্ণিঝড়ে জীবনহানির লাখের অঙ্ক এখন একক অঙ্কে নেমে এসেছে। জাতির পিতা

দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

বঙ্গবন্ধুর এই পথিকৃৎ ভূমিকা পালনের কারণে বাংলাদেশ আজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে 'রোল মডেল' হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে।

জাতির পিতার নির্দেশিত পথে দক্ষ জনবল ও স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে দুর্যোগে পূর্বপ্রস্তুতির কারণে জীবন-সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করতে বিশেষ অবদান রাখছে। ফলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা', দেশরত্ন মানবতার জননী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ', ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ করবে। এ জন্য সবাইকে জাতির পিতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সততা, আত্মবিশ্বাস, আন্তরিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেকে নিয়োগ করতে হবে।

ঘূর্ণিঝড় ইয়াস পরবর্তী প্লাবিত বেড়িবাঁধ রক্ষায় সিপিপি সদস্যরা, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে জাতিসংঘের ৭৬তম সাধারণ অধিবেশনে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে বক্তব্য

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করছেন
নিউইয়র্ক, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১। -পিআইডি

রোহিঙ্গা সংকট এবার ৫ম বছরে পা দিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের একজনকেও মিয়নমারে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়নি। মিয়ানমারের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে অনিশ্চয়তা তৈরী হলেও এ সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করতে আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জোরালো ভূমিকা ও অব্যাহত সহযোগিতা আশা করি। মিয়ানমারকে অবশ্যই তাদের নাগরিকদের প্রত্যাবর্তনে অনুকূল পরিবেশ তৈরী করতে হবে। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সহযোগিতা করতে সদা প্রস্তুত রয়েছি। বাংলাদেশে তাদের সাময়িক অবস্থানকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখতে কিছু সংখ্যক বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিককে আমরা ভাসানচরে স্থানান্তর করেছি। আশ্রয় শিবিরে কোভিড-১৯ মহামারীর বিস্তার রোধে টিকা লাভে যোগ্য সকলকে জাতীয় টিকা দান কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমি আগেও বলেছি আবারও বলছি, রোহিঙ্গা সংকটের সৃষ্টি মিয়ানমারে। সমাধানও রয়েছে মিয়ানমারের হাতে। রাখাইন রাজ্য তাদের মাতৃভূমি। সেখানে তারা নিরাপদ, টেকসই ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই কেবল এ সংকটের স্থায়ী সমাধান হতে পারে। এজন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই গঠনমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আমরা আশা করি, আসিয়ানের নেতৃবৃন্দ বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক ইস্যুতে গৃহীত প্রচেষ্টাকে অরও বেগবান করবে। অন্যদিকে অন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করে নিজেদের সকল কর্মকান্ডে সহযগিতা করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে 'রোহিঙ্গা বিষয়ক টেকসই সমাধানের জন্য করণীয়' শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের সভায় বক্তব্য দেন (২২ সেপ্টেম্বর, ২০২১)।

শরণার্থী বিষয়ক সেলের কার্যক্রম

২০১৭ সালের আগস্টের শেষ সপ্তাহ। নাফ নদীর পূর্ব পাড়ে জ্বলছে রোহিঙ্গাদের গ্রামগুলো। আর নাফের পশ্চিম পাড়ে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে, উখিয়া-টেকনাফ মহাসড়কের পাশে, পাহাড়ে, ফসলের মাঠে, স্থানীয় জনগণের বাড়ির আঙিনায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় খোলা আকাশের নিচে হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত, নিঃস্ব, অনাহারী, রোহিঙ্গা নারী, শিশু, বৃদ্ধের দুর্বিষহ জীবন– বিশ্ব ইতিহাসে নির্মমতার সাক্ষ্য এ চিত্রটি ত্যাগ, মমতা ও মানবতা দিয়ে বদলে দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। 'জাতিগত নিধন যজ্ঞের' শিকার আশ্রয়হীন এ রোহিঙ্গাদের পরম মমতায় আশ্রয় দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিশ্বের নৃশংসতম মানবিক বিপর্যয় রোধ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে অনন্যসাধারণ তৎপরতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে তাদের জন্য বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসাসহ সব ধরনের মানবিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষা ও মানবিক বিপর্যয় রোধ করে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিকতা, কূটনৈতিক বিচক্ষণতা ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় সফল নেতৃত্ব সারা বিশ্ব অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করে এবং বাংলাদেশকে উদার সমর্থন দেয়। সুইজারল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, তুরস্ক, আমেরিকা, জার্মানি, কানাডা, মালয়েশিয়া, সৌদি আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান, মন্ত্রীবর্গ এবং জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, ইউএনএইচসিআর, আইওএমসহ পৃথিবীর প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্ণধারেরা বাংলাদেশ সফর করেন এবং শেখ হাসিনা সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বাংলাদেশের অবস্থানের প্রতি তাঁদের দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক কক্সবাজারস্থ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিদর্শন

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি জনাব মোঃ মোহসীন

রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী শরণার্থী, ত্রাণ ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন। মাঠপর্যায়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে তদারকি, নীতি প্রণয়নে সহায়তা, দেশি-বিদেশি সংস্থাসমূহের সঙ্গে এ-সংক্রান্ত সার্বিক সমন্বয়ের জন্য মন্ত্রণালয়ে শরণার্থীবিষয়ক সেল দায়িত্ব পালন করে। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের পর মাত্র কয়েক সপ্তাহে সাড়ে সাত লাখের অধিক নির্যাতিত, বিতাড়িত রোহিঙ্গা মিয়ানমার নাগরিক বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ১৯৯২-এর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে আগত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার রোহিঙ্গা নাগরিকের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১১ লাখ। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় ১১ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার নিত্যদিনের সব ধরনের মৌলিক চাহিদা, নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করে আসছে। গত চার বছরে একজন মানুষও অনাহারে কিংবা বিনা চিকিৎসায় মারা যায়নি, লঙ্ঘিত হয়নি কারও মৌলিক মানবাধিকার।

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের জন্য পরিচালিত মানবিক সহায়তা কার্যক্রম

শরণার্থীবিষয়ক সেলের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয় ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয়ে কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে সাড়ে ছয় হাজার একর সরকারি ভূমিতে ৩৪টি ক্যাম্পে ২ লাখ ১২ হাজার ৬০৭টি শেল্টার নির্মাণ করা হয়েছে। ইউএনএইচসিআর, আইওএম, ইউনিসেফ, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, আইসিআরসিসহ অন্যান্য দেশি-বিদেশি এনজিওগুলোর সহায়তায় খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন, পুষ্টিমান উন্নয়ন, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জীবন যাপনের সহায়তামূলক প্রশিক্ষণসহ সব ধরনের মানবিক সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কক্সবাজারে অবস্থিত বিভিন্ন ক্যাম্পে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা পরিচালনা বিষয়ে ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনএইচসিআরের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির আলোকে ইউএনএইচসিআরের সঙ্গে প্রতিবছর Project Partnership Agreement (PPA) স্বাক্ষর করা হয়। এই চুক্তির আলোকেই শরণার্থী বিষয়ক সেলের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

১ লাখ রোহিঙ্গাকে কক্সবাজার থেকে নোয়াখালী জেলার ভাসানচরে স্থানান্তরের জন্য গৃহীত কার্যক্রম

ভাসানচরে নির্মিত ক্লাস্টার

নিজ দেশে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের আগে কক্সবাজারে ঝুঁকিপূর্ণভাবে বসবাসরত ১ লাখ রোহিঙ্গাকে ভাসানচরে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মাধ্যমে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেখানে ১২০টি ক্লাস্টারে সব সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ১ লাখ লোকের বাসস্থান এবং চারতলাবিশিষ্ট ১২০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। যোগাযোগ অবকাঠামো সুবিধার পাশাপাশি সেখানে রয়েছে জীবিকায়নের ব্যবস্থা। ইতোমধ্যে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত প্রায় ১৯ হাজার মিয়ানমার নাগরিককে কক্সবাজার থেকে ভাসানচরে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বিগত ৩ এপ্রিল ২০২১ পররাষ্ট্রসচিব (সিনিয়র সচিব), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশস্থ ১০ সদস্যের একটি কূটনৈতিক দল ভাসানচর পরিদর্শন করেন। এ ছাড়া গত ১৬-২০ মার্চ ২০২১ বাংলাদেশস্থ UN Agencies এর ১৮ সদস্যের প্রতিনিধিদল, ২৮ মার্চ ২০২১ OIC প্রতিনিধিদল ও ৩১ মে ২০২১ জাতিসংঘের ২ জন শরণার্থী বিষয়ক সহকারী হাইকমিশনার ভাসানচর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের পর কক্সবাজার থেকে ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তর বিষয়ে সবাই ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন।

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের ভাসানচরে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে জাতিসংঘের সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্তকরণের নিমিত্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ভাসানচর বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার ও জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার কার্যালয়ের মাঝে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

নোয়াখালী জেলার ভাসানচরে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্মিত ক্লাস্টার ও সাইক্লোন শেল্টার

জাতিসংঘের ২ জন শরণার্থী বিষয়ক
সহকারী হাইকমিশনারের ভাসানচর পরিদর্শন

OIC প্রতিনিধিদলের ভাসানচর পরিদর্শন

শরণার্থী সেলের ভূমিকা

১. বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও প্রয়োজনীয় চুক্তি স্বাক্ষরকরণ
২. মাঠপর্যায়ের চলমান মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় সাধন
৩. মাঠপর্যায়ের চলমান কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান
৪. রোহিঙ্গাদের জন্য প্রেরিত খাদ্য ও ত্রাণ সহায়তার শুল্কমুক্ত ছাড়করণের জন্য সার্টিফিকেট ইস্যুকরণ
৫. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশাবলি প্রতিপালন

প্রত্যাবাসন সম্পর্কিত

কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার কেরনতলী ও বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুমে দুটি প্রত্যাবাসন কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। আরও দুটি স্থানে প্রত্যাবাসন কাঠামো নির্মাণের প্রস্তুতি চলমান আছে।

কক্সবাজারে আশ্রয় গ্রহণকারী মিয়ানমার নাগরিকদের প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে সম্মত ভেরিফিকেশন ফর্ম অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম ২৪/০৬/২০১৮ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়ে ২৩/১২/২০১৯ খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন হয়েছে। মোট ১ লাখ ৭৯ হাজার ৬টি পরিবারের (৮ লাখ ১৭ হাজার ৪৭ জনের) তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।

রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান ও প্রত্যাবাসন

মিয়ানমারের সঙ্গে ২০১৭ ও ২০১৮ সালে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন বিষয়ে দুটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গাদের তালিকা হস্তান্তরসহ সব ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও মিয়ানমার পক্ষ প্রত্যাবাসনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বিভিন্ন অজুহাতে তারা প্রত্যাবাসনকে বিলম্বিত করছে। মিয়ানমারের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয়ভাবে এ সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার পাশাপাশি রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সব পর্যায়ে বাংলাদেশ নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২তম, ৭৩তম ও ৭৪তম অধিবেশনে রাখাইন রাজ্যে সহিংসতা ও জাতিগত নিধন বন্ধ করা, সব নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, রোহিঙ্গাদের নিজ বাড়িতে স্থায়ীভাবে প্রত্যাবর্তন, আনান কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন ও জাতিসংঘের তদন্ত দল প্রেরণ, রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ, তাদের নাগরিকত্ব প্রদানের উপায় নির্ধারণ, রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের বিচারের মুখোমুখি করার প্রস্তাবসহ রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে মূল ধারায় অন্তর্ভুক্তকরণে আবশ্যিকভাবে মিয়ানমারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘোষণা, বৈষম্যমূলক আইন বিলোপের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের মধ্যে আস্থা তৈরি, তাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য নিশ্চয়তা বিধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধান এবং এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য দাবি পেশ করেন।

রোহিঙ্গা সংকটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসামান্য মানবিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম কর্তৃক তাকে Mother of Humanity উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নেতৃত্ব, মানবিকতা ও সুবিবেচনাপ্রসূত নীতি গ্রহণের জন্য তিনি মর্যাদাপূর্ণ দুটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার Inter Press Service (IPS) International Achievement Award and 2018 Special Distinction Award for Leadership-এ ভূষিত হন।

সম্প্রতি সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

বিগত ১৯৯১-৯২ সাল থেকে ২৫ আগস্ট ২০১৭ এবং এর পরবর্তী সময়ে মিয়ানমার থেকে আগত প্রায় ১১ লাখ 'বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক' কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার প্রায় ৬ হাজার ৫০০ (ছয় হাজার পাঁচশত) একর জায়গায় ৩৪টি ক্যাম্পে বসবাস করছে। এসব 'বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক'দের মানবিক সহায়তার কার্যক্রম এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে। জনসংখ্যার অতি ঘনবসতি ও পরিবেশের অতি ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ১ (এক) লাখ 'বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক'কে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার ভাসানচরে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত ০৩ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ০৪ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ৪ হাজার ৭২৪ পরিবারের ১৮ হাজার ৮৪৬ জন 'বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক'কে ভাসানচরে স্থানান্তর করা হয়েছে।

কক্সবাজারের মতো ভাসানচরেও জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম শুরুর বিষয়ে সংস্থাসমূহের সঙ্গে আলোচনার জন্য সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে সভাপতি করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি নিয়ে বিগত ০৩ জুন ২০২১, সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ভাসানচরে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণের জন্য জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর সঙ্গে এ কমিটির বেশ কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভাসানচরে জাতিসংঘের সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু পরিকল্পিতভাবে দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন

– ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি বলেছেন, স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন করে বঙ্গবন্ধু পরিকল্পিতভাবে দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে সে উন্নয়ন যাত্রাকে নস্যাৎ করে দেয় ঘাতকেরা। তিনি বলেন, হ্যামিলিনের বাঁশিওয়ালার মতোই একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে এ দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর সঠিক দিকনির্দেশনা থাকায় এত অল্প সময়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশকে স্বাধীন করা সম্ভব হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী ১১ আগস্ট ঢাকায় সিপিপি (ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি) আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে ভার্চুয়াল এক আলোচনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবি তাজুল ইসলাম।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়-ক্ষতির ব্যাপকতা দেখে স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনকালীন দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে উপকূলীয় বনায়ন, বেড়িবাঁধ নির্মাণ এবং ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) চালু করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা থেকে মানুষের জানমাল রক্ষার্থে মাটির কিল্লা নির্মাণ করা হয়, যা সর্বসাধারণের কাছে মুজিব কিল্লা নামে পরিচিত। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে অগ্রসর হয়েই বাংলাদেশ আজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

১৫ আগস্টের শোককে শক্তিতে পরিণত করে এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে এগিয়ে আসার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন প্রতিমন্ত্রী।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় এবি তাজুল ইসলাম বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ দক্ষিণ এশিয়ায় অর্থনৈতিকভাবে শক্ত অবস্থানে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, আগামী ২১০০ সালকে সামনে রেখে উন্নয়নের রোডম্যাপ তৈরি করছে বর্তমান সরকার।

সভাপতির বক্তৃতায় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর সাহসী নেতৃত্বের কারণেই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। তিনি বলেন, ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে বঙ্গবন্ধুর দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর খবর বিশ্বের বিখ্যাত পত্রিকায় প্রচারিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর মতো নেতার এ দেশে জন্ম হয়েছে বলেই আমরা একটা স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি।'

পরে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুসহ নিহতদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

উপকূলে নিরাপদ আশ্রয়স্থল ও বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রায় প্রতিবছরই ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের বিরূপ প্রকোপের শিকার হয় বাংলাদেশ। বঙ্গোপসাগরের তীরে বাংলাদেশের অবস্থান এবং বঙ্গোপসাগরের ত্রিভুজাকৃতির মতো ফানেলের গঠনের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ বিরাজমান। ফলে প্রায়শ এই অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকাসমূহ ও উপকূল থেকে দূরবর্তী দ্বীপগুলোর উচ্চতা খুব বেশি নয় এবং গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩ মিটারের কম। এর ফলে এই এলাকাগুলো খুব সহজেই জোয়ার সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের কবলে পড়ে। ১৯৭০ সাল থেকে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ৭২টি বড় ঘূর্ণিঝড়ের শিকার হয়েছে। এসব ঘূর্ণিঝড়ের ফলে লাখ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে এবং কয়েক বিলিয়ন ডলার সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

বিশ্ব ঝুঁকি প্রতিবেদন ২০১২ অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের উচ্চমাত্রার বিপদাপন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশ অবস্থিত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগের প্রকোপ যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে এর ক্ষতির মাত্রা ও পরিধি এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাড়ছে জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি। বিগত দশকে দুর্যোগ সংঘটনের সংখ্যা ও তীব্রতা বেড়েছে। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম দেশ হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিপদাপন্নতা গুরুতর আকার ধারণ করেছে। দেশের ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে ৪ কোটির বেশি উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ জেলায় বসবাস করে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ দেশে সংঘটিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে হতাহত মানুষের সংখ্যা সর্বাধিক।

বাংলাদেশে আঘাত হানা বড় ঘূর্ণিঝড়সমূহ-

তারিখ	সাল	বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ (কি.মি./ঘণ্টা)	জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা (মিটার) সম্পূর্ণ)	প্রাণহানির সংখ্যা (আংশিক ও	ঘরবাড়ির ক্ষয়ক্ষতি
১২ নভেম্বর	১৯৭০	২২৪	৬.০০-১০.০০	১০,০০,০০০	৪,০০,০০০
২৫ মে	১৯৮৫	১৫৪	৩.০০-৪.৬০	১১,০৬৯	৯৪,৩৭৯
২৯ এপ্রিল	১৯৯১	২২৫	৬.০০-৭.৬০	১,৩৮,৮৬৮	৭,৮০,০০০
১৯ মে	১৯৯৭	২৩২	৩.১০-৪.৬০	১৫৫	
১৫ নভেম্বর (সিডর)	২০০৭	২২৩		৩৪০৬	৫,৬৩,৮৭৭
২৫ মে (আইলা)	২০০৯	৯২		১৯০	২,০০,০০০
১৬ মে (মহাসেন)	২০১৩	৮৫		১৭	৯৫,০০৩
৩০ জুলাই (কোমেন)	২০১৫	৭৫		৪৫	৫,১০,০০০
২১ মে (রুয়ানো)	২০১৬	৮৫		৩৯	
৩০ মে (মোরা)	২০১৭	১৪৬		৫	
৪ মে (ফণী)	২০১৯	-		৮	৩৯,২৩০
১০ নভেম্বর (বুলবুল)	২০১৯	১১৭		২৪	১,৫৯,৫৩৮
২১ মে (আম্পান)	২০২০	১৬০		২৮	

তথ্যসূত্র: *বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়ের জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা-২০১৩ এবং জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র, ডিডিএম*

বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগে দ্রুততর সাড়াদান, উন্নততর সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগের ঝুঁকি কমিয়ে আনার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০, দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি-২০১৯, হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন ২০০৫-২০১৫, সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ২০১৫-২০৩০, ঘূর্ণিঝড় জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা : বাংলাদেশ ২০১৬, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান-২০০৯, বাংলাদেশের বন্যার জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা-২০১৪, বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা-২০১৩, দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি-২০১৯, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (কমিটি গঠন ও কার্যাবলী) বিধিমালা ২০১৫, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (তহবিল পরিচালনা) বিধিমালা ২০২১ প্রণয়ন করেছে। এ ছাড়া উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) জোরদারকরণ, ইসিআরআরপি, দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ, আইভিআর, বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ এবং বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট গঠনসহ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে ঘূর্ণিঝড়সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে যেখানে প্রায় ১০ লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল, ২০০৭ সালের 'সুপার সাইক্লোন' সিডরে সেই মৃতের সংখ্যা মাত্র ৩ হাজারে নেমে এসেছে এবং দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এ সফলতা ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় আইলায় মৃতের সংখ্যা ১৯০ জন এবং ঘরবাড়ি আংশিক/সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২ লাখ। দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকল্পে বিশেষ করে উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকার মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে বর্তমান সরকার যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিশেষত বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

দেশের উপকূলীয় এলাকার ১৭টি জেলার প্রায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ ঘূর্ণিঝড়ের অধিকতর ঝুঁকিতে থাকে। তাদের দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য এ পর্যন্ত সরকার উপকূলীয় অঞ্চলে ২০২০ সালের মধ্যে ২ হাজার সাইক্লোন শেল্টার ও ১০ হাজার ১০৩টি দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ করেছে। এ ছাড়া দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের মাঝে সরকার কর্তৃক পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী, ঢেউটিন এবং অর্থ সাহায্য প্রদান করা হলেও ক্ষতিগ্রস্তরা অতিদরিদ্র হওয়ার কারণে তারা আগের অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে ফিরে আসতে পারছে না। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হলে ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকিতে থাকা মানুষ এবং তাদের সম্পদ ও প্রাণিসম্পদ রক্ষা করা সম্ভবপর হবে। ফলে একদিকে যেমন তাদের জীবন, সম্পদ ও স্বাস্থ্য রক্ষা হবে, তেমনি পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য হ্রাসেও এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ২০১৫-২০৩০ এর দুর্যোগের কার্যকর সাড়াদানের জন্য প্রস্তুতি শক্তিশালী করা ও 'পূর্বের চেয়ে আরও ভালো অবস্থায় ফেরা (Build Back Better)' পদ্ধতিতে পুনরুদ্ধার, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

প্রতিবছর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বন্যা, নদীভাঙন, অতিবৃষ্টি, কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর পুনর্নির্মাণে অসহায় ও দরিদ্র পরিবারকে তাদের উপার্জনের বড় একটা অংশ ব্যয় করতে হয়। ফলে তারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য ও পুষ্টি খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে পারে না। এর ফলে তারা দরিদ্র অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। এ প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ পুনর্নির্মাণ বা মেরামত করা হলে ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হবে না। এতে যে অর্থের সাশ্রয় হবে, তা দিয়ে তাদের জীবন-মান উন্নত করা সম্ভব হবে। ফলে যথেষ্ট পরিমাণে দারিদ্র্য বিমোচন হবে এবং রাষ্ট্রের আর্থিক চাপ হ্রাস পাবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব

উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় এসব বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ফলে উক্ত এলাকাসমূহের বিপদাপন্ন মানুষ এবং তাদের সম্পদ ও প্রাণিসম্পদ দুর্যোগের সময় আশ্রয় গ্রহণের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে। বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হওয়ায় উক্ত ৩২৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ১ লাখ ৪৪ হাজার ৪০০ জন শিক্ষার্থী উন্নত মানের একাডেমিক ভবনে শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছে। বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত এবং সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে উক্ত বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে বিপদাপন্ন অসহায় জনগোষ্ঠী আশ্রয় গ্রহণ করে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের তথ্য

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	নির্মাণ কাল	সংখ্যা
০১	নব-জীবন প্রকল্প	২০১২-২০১৩	০৭
০২	ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	২০১১-২০১৫	১০০
০৩	উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২০১৬-২০২০	২২০
	মোট-		৩২৭

বাংলাদেশ সরকার ও বিভিন্ন দাতা সংস্থা কর্তৃক ইতিমধ্যে সারা দেশে ৪ হাজারের অধিক ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে, যাদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের তথ্য

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	নির্মাণ কাল	সংখ্যা
০১	ইসিআরআরপি প্রকল্প	-	৩৫২
০২	পিইডিপি-২ প্রকল্প	-	৩৯৯
০৩	এমডিএসপি প্রকল্প	-	৫৫৬
০৪	অন্যান্য প্রকল্প	-	১০৪
	মোট		১৪১১

অন্যান্য সংস্থা ও বিভিন্ন দাতা সংস্থা কর্তৃক নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্রের তথ্য

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	নির্মাণ কাল	সংখ্যা
০১	গণপূর্ত অধিদপ্তর	-	০৫
০২	অন্যান্য/ বিভিন্ন দাতা সংস্থা	-	৩২০৬
	মোট-		৩২১১

তথ্যসূত্র: সিডিএমপি-২০১৫

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান নারায়ণগঞ্জে 'নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড'-এ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্মাণাধীন ৬০টি মাল্টিপারপাস এক্সেসিবল রেসকিউ বোটের মধ্যে ৮টি বোট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন (বৃহস্পতিবার, ২ সেপ্টেম্বর ২০২১)।-পিআইডি

দুর্যোগ সহনীয় জাতি গঠনে সরকার কাজ করছে

– ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার দুর্যোগ সহনীয় জাতি গঠনে কাজ করছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণ ছাড়াও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে আমাদেরকে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের কোনো হাত নেই, কিন্তু আমরা যদি পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি, তাহলে এসব দুর্যোগ মোকাবিলা করে টিকে থাকা আমাদের জন্য অনেক সহজ হবে। আর শেখ হাসিনার সরকার সে কাজটাই করে যাচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী ২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে নারায়ণগঞ্জে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস (DEW) লিমিটেডে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্মাণাধীন ৬০টি মাল্টিপারপাস এক্সেসিবল রেসকিউ বোটের মধ্যে ৮টি বোট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শফিউল আজম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আতিকুল হক এবং আদর্শ প্রতিবন্ধী উন্নয়ন কেন্দ্রের সভাপতি কাজল রেখা।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নবনির্মিত এসব রেসকিউ বোটের প্রতিটির দৈর্ঘ্য ৫৪ ফুট ও প্রস্থ ১২ দশমিক ৫০ ফুট এবং যা প্রতি ঘন্টায় ৭ নটিক্যাল মাইল গতিতে চলতে সক্ষম। প্রতিটি রেসকিউ বোট ৮০ জন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন, যার মাধ্যমে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত অঞ্চলের জনগণকে দ্রুততম সময়ে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা সম্ভব হবে। এ ছাড়া বোটগুলো যেকোনো দুর্যোগকালে স্বল্প সময়ে ত্রাণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম হবে। বোটগুলোর ড্রাফট অত্যন্ত কম হওয়ায় দেশের বিভিন্ন নদীপথে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে বন্যাদুর্গতদের সেবায় যাতায়াত করাসহ যেকোনো স্থানে ল্যান্ডিং করার মাধ্যমে দুর্গত এলাকায় উদ্ধারকার্য পরিচালনা করতে পারবে। বোটগুলোতে আহত ব্যক্তিদের জন্য হুইলচেয়ার, ওয়াকিং ফ্রেম ও স্ট্রেচারের ব্যবস্থা রয়েছে। সম্পূর্ণ দেশীয় ব্যবস্থাপনায় রেসকিউ বোটগুলো তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লি., নারায়ণগঞ্জ একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলে প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেন।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, রেসকিউ বোটগুলো বন্যাকবলিত এলাকার মানুষ, গৃহপালিত পশুপাখি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের কাজে ব্যবহার করা হবে। নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী মানুষদের রেসকিউ বোটের মাধ্যমে নিরাপদে উদ্ধার ও স্থানান্তর কাজ পরিচালনায় বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিটি বোটে একটি ফার্স্ট এইড বক্স, একটি হুইলচেয়ার, একটি স্ট্রেচার, একটি ওয়াকিং ফ্রেম, দুটি আলাদা টয়লেট, যার একটি সবার জন্য উন্মুক্ত এবং অন্য একটি সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ব্যবহার করা যাবে। প্রতিটি বোটে ৮০ জন যাত্রী ছাড়াও গৃহপালিত পশুপাখি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বহন করা যাবে। তিনি বলেন, এই বোটের নকশা, প্রতিবন্ধীদের জন্য সব সুবিধা সংযোজন-এর সবকিছুর সঙ্গে একান্ত দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন সারা বিশ্বে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিবেদিতপ্রাণ সায়মা ওয়াজেদ পুতুল।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যকর এবং সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এরই অংশ হিসেবে বন্যাপ্রবণ জেলাসমূহের দুর্গত মানুষের উদ্ধারকাজে ব্যবহারের জন্য এসব রেসকিউ বোট নির্মাণ করা হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতির বিষয়টি বিবেচনায় শিপইয়ার্ডে নির্মাণাধীন ৬০টি বোটের মধ্যে অতি অল্প সময়ে এই ৮টি বোটের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হয়। অবশিষ্ট ৫২টি বোটের নির্মাণকাজ আগামী বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। গত ২১ জুলাই ২০২০ তারিখ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সঙ্গে ডিইডব্লিউ লি., নারায়ণগঞ্জের মধ্যে ৬০টি রেসকিউ বোট নির্মাণে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আশা করি চুক্তি অনুযায়ী যথাসময়ে বোটগুলো হস্তান্তর করা হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি ঢাকায় আগারগাঁওয়ে 'জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ' বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন (মঙ্গলবার, ২৪ আগস্ট ২০২১)।-পিআইডি

টেকসই ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে

– ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি বলেছেন, বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। জলবায়ুর ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে সরকার ১০০ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা (ডেল্টা প্ল্যান) ২১০০ প্রণয়ন করেছে। ২১০০ সাল নাগাদ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহের সমন্বয়ে যোগসূত্র সৃষ্টি করবে এ ডেল্টা প্ল্যান। এভাবে দুর্যোগে ঝুঁকিহ্রাসে জীবন ও সম্পদের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে দুর্যোগ সহনীয়, টেকসই ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার পরিকল্পিতভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা থেকে মানুষের জানমাল রক্ষার্থে মাটির কিল্লা নির্মাণ করা হয়, যা সর্বসাধারণের কাছে মুজিব কিল্লা নামে পরিচিত। তারই আধুনিক রূপে উপকূলীয় ও বন্যা উপদ্রুত ১৪৮টি উপজেলায় ৫৫০টি মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান। উপকূলীয় দুর্গত জনগণ যেমন সেখানে আশ্রয় নিতে পারবে, তেমনি তাদের প্রাণিসম্পদকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারবে। এ ছাড়া জনসাধারণের খেলার মাঠ, সামাজিক অনুষ্ঠান ও হাটবাজার হিসেবেও এটি ব্যবহার করা যাবে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, বিশ্বনেতাদের জলবায়ুবিষয়ক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চারটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেন। বিষয়সমূহ হচ্ছে (১) বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কমিয়ে আনা, (২) বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ১০০ বিলিয়ন ডলার ৫০:৫০ অনুপাতে অভিযোজন ও প্রশমনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া এবং লস অ্যান্ড ড্যামেজের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া, (৩) উন্নত দেশ, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি খাতের এগিয়ে আসা, (৪) কার্বন নিউট্রাল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও টেকনোলজিট্রান্সফার।

প্রতিমন্ত্রী ২৪ আগস্ট ঢাকায় পর্যটন করপোরেশন প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত 'জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ' বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল। অনুষ্ঠানে কি-নোট পেপার উপস্থাপন করেন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ইমেরিটাস প্রফেসর ড. আইনুন নিশাত।

সভাপতির বক্তৃতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সচিব বলেন, বঙ্গবন্ধু ১৮ হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সিপিপির যাত্রা শুরু করেছিলেন, যারা আগাম সতর্কসংকেত প্রচার এবং সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের জানমাল রক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা রেখে আসছে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক-নির্দেশনায় সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা ৭৬ হাজারে উন্নীত হয়েছে। উপকূলে ৫ হাজারের বেশি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দুর্যোগে প্রাণহানির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সচিব বলেন, ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ১০ লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে সাম্প্রতিক কালে একই মাত্রার ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি একক সংখ্যায় নেমে এসেছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আরও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ মঙ্গলবার ঢাকায় বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আরও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ১) ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, ২) সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম (সিপিপি) ইন বিল্ডিং রিস্ক-ইনফর্মড কমিউনিটি, ৩) ইনস্টলেশন স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (২ টন ট্রাক মাউন্টেড) এবং ৪) শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে ঢাকা ঘোষণা ২০১৫ 'বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা' শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আতিকুল হক এবং মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শাহ্ মোহাম্মদ নাসিম বক্তৃতা করেন। কর্মশালায় মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে তাঁদের মতামত উপস্থাপন করেন।

সভাপতির বক্তৃতায় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন বলেন, বঙ্গবন্ধু ১৮ হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সিপিপির যাত্রা শুরু করেছিলেন, যাঁরা আগাম সতর্কসংকেত প্রচার এবং সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের জানমাল রক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা রেখে আসছে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় সিপিপির স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা ৭৬ হাজার ২০ জনে উন্নীত হয়েছে। এই স্বেচ্ছাসেবকদের ৫০ শতাংশ নারী। তিনি আরও উল্লেখ করেন, দেশজুড়ে আধুনিক আবহাওয়ার রাডার এবং পূর্বাভাস ব্যবস্থা রয়েছে। উপকূলে ৫ হাজারের বেশি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দুর্যোগে প্রাণহানির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সচিব বলেন, ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে সাম্প্রতিক কালে একই মাত্রার ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি একক সংখ্যায় নেমে এসেছে।

সচিব আরও বলেন, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ত্রাণনির্ভর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আগাম সতর্কবার্তা প্রচার ব্যবস্থা শুরু করেন। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদ বাঁচাতে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রচারে সিপিপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সচিব মোঃ মোহসীন ঢাকায় বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে সমীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন বিষয়ক কর্মশালায় সভাপতির বক্তৃতা করেন (মঙ্গলবার, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২১)। পিআইডি

পূর্বপ্রস্তুতি থাকলে যেকোনো দুর্যোগে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব

– ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে জনবহুল বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ, অগ্নিকাণ্ড, বজ্রপাত এবং ভূমিধস আমাদের অতি পরিচিত দুর্যোগ। তা ছাড়া সিসমিক জোনে অবস্থানের কারণে বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা থেকেও আমরা ঝুঁকিমুক্ত নই।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভূমিকম্প এমন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যার পূর্বাভাস দেওয়ার উপায় এখনো বের হয়নি। বড় ধরনের ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি কতটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে তা বলা মুশকিল, তবে জনসচেতনতা ও পূর্বপ্রস্তুতি থাকলে যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলা করে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার সে কাজটাই করে যাচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে, ঢাকার বাবুবাজারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২১ উপলক্ষে 'ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডে করণীয়' বিষয়ক সচেতনতামূলক মহড়ায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রঞ্জিত কুমার সেন, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাজ্জাদ হোসাইন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনার মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমাদের দেশের প্রধান শহরগুলোতে মানুষ বাড়ার পাশাপাশি আবাসিক-অনাবাসিক স্থাপনা বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। কিন্তু এসব স্থাপনা কতটা মানসম্পন্ন, বড় ধরনের ভূমিকম্পে সেগুলো টিকে থাকবে কি না, এই আশঙ্কা প্রবল। ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে প্রয়োজনীয় খোলা জায়গাও নেই বড় শহরগুলোতে। অভিযোগ রয়েছে, দেশে ভবন নির্মাণে বিল্ডিং কোড মানা হয় না। ফলে মাঝারি ধরনের ভূমিকম্পও বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। আর বড় ধরনের ভূমিকম্প ডেকে আনতে পারে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়। তাই ভূমিকম্পের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে সব ধরনের স্থাপনা দুর্যোগ মোকাবিলার উপযোগী করে গড়ে তুলতে সরকার কাজ করছে।'

তিনি বলেন, ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগে দ্রুত উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অ্যাকোয়াটিক সি সার্চবোট, মেরিন রেসকিউ বোট, মেগাফোন সাইরেনসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে। এ কার্যক্রম সহজ করার জন্য আরও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।

এ সময় স্থানীয় সংসদ সদস্য হাজী মোহাম্মদ সেলিম উপস্থিত ছিলেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি ঢাকার বাবুবাজারে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২১' উদ্‌যাপন এবং সিপিপি'র ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি মহড়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন (রবিবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১)। পিআইডি

আড়াই হাজার কোটি টাকার উদ্ধার সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে

– ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি ঢাকার মিরপুরে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন এবং সিপিপির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড বিষয়ক জনসচেতনতা বৃদ্ধি মহড়ায় বক্তৃতা করেন (রবিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১)।-পিআইডি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার উদ্ধার সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে। বিভাগীয় এবং জেলা শহরসমূহের জন্য ৬৫ ও ৫৫ মিটার উচ্চতায় উদ্ধার কার্যক্রম চালানোর লক্ষ্যে ১৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১টি উন্নত মানের লেডার ক্রয় করা হবে। তিনি বলেন, যেকোনো দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রম চালানোর ক্ষেত্রে উন্নত দেশের মতো সক্ষমতা অর্জনে সরকার কাজ করছে।

প্রতিমন্ত্রী ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ ঢাকার মিরপুর মুক্তিযোদ্ধা সুপার মার্কেটে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২১ উপলক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'ভূমিকম্প এবং অগ্নিকাণ্ডে করণীয়' বিষয়ক সচেতনতামূলক মহড়ায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শাহ্ মোহাম্মদ নাসিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে আরও বক্তৃতা করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মোঃ আগা খান, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার সাজ্জাদ হোসাইন এবং স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোঃ আবুল কাশেম মোল্লা।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ত্রাণনির্ভর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আগাম সতর্কবার্তা প্রচার ব্যবস্থা শুরু করেন। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদ বাঁচাতে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রচারে সিপিপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু ১৮ হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সিপিপির যাত্রা শুরু করেছিলেন, যারা আগাম সতর্কবার্তা প্রচার এবং সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের জানমাল রক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা রেখে আসছে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক-নির্দেশনায় সিপিপির স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা ৭৬ হাজার ২০ জনে উন্নীত হয়েছে। তিনি বলেন, উপকূলে ৫ হাজারের বেশি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহও আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সচেতনতা এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পূর্বপ্রস্তুতি থাকলে যেকোনো দুর্যোগে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার সে কাজটাই করে যাচ্ছে। ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড় ফণী ও বুলবুল এবং ২০২০ সালে ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলা করতে হয়েছে বাংলাদেশকে। এসব ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় সরকারের পূর্বপ্রস্তুতি থাকায় জানমালের ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম হয়েছে। এ বছর ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস' মোকাবিলায়ও সরকারের ব্যাপক প্রস্তুতি ছিল। দারিদ্র্য বিমোচনসহ সামাজিক নিরাপত্তা অর্জনে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ প্রশংসিত হয়েছে সারা বিশ্বে। তাই দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশকে এখন বিশ্বের রোল মডেল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

বজ্রপাতের মতো দুর্যোগে মৃত্যুহার কমাতে সরকার কাজ করছে

– ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি বজ্রপাত বিষয়ক জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা প্রদান করছেন (৪ সেপ্টেম্বর ২০২১)।-পিআইডি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, বজ্রপাতের মতো দুর্যোগে মৃত্যুহার কমিয়ে আনতে সরকার কাজ করছে। বজ্রপাতের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে দেশবাসীকে আগাম সতর্কবার্তা দিতে দেশের আটটি স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে বজ্রপাত চিহ্নিতকরণ যন্ত্র বা লাইটনিং ডিটেকটিভ সেন্সর স্থাপন করা হয়েছে। এটি সফল হলে জনসমাগম হয় এরূপ আরও বেশিসংখ্যক স্থানে লাইটনিং এরেস্টার বা বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন করা হবে। তা ছাড়া সরকার বজ্রপাতে যেখানে মৃত্যুর হার বেশি, সেসব অঞ্চলে বজ্রপাত আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বজ্রপাত একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বাংলাদেশে ২০১৫ সাল থেকে বজ্রপাতকে দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও দিন দিন বজ্রপাতের পরিমাণ বাড়ছে এবং এতে হতাহতের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১১ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত দেশে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা দুই হাজারের বেশি। তাই ভবিষ্যতে বজ্রপাতে মৃত্যুর হার আরও কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

প্রতিমন্ত্রী ৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'বজ্রপাত' বিষয়ক জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) এ টি এম আব্দুল ওয়াহ্হাব। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স বিভাগ, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ এবং বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাগণ সেমিনারে অংশ নিয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন।

সভাপতির বক্তৃতায় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন বলেন, দুর্যোগে ঝুঁকি হ্রাসে জীবন ও সম্পদের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে দুর্যোগ সহনীয়, টেকসই ও

নিরাপদ দেশ গড়ার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় পরিকল্পিতভাবে কাঠামোগত ও অবকাঠামোগত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে, যা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উচ্চ আয়ের উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হবে।

অনুষ্ঠানে প্যানেল বক্তা হিসেবে 'বজ্রপাত কেন এবং কীভাবে' বিষয়ে বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এম আরশাদ মোমেন, 'বজ্রপাত থেকে জীবন বাঁচানো এবং সতর্কতা' বিষয়ে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জীবন পোদ্দার এবং ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. ফারুক আহমেদ অনুষ্ঠানে বজ্রপাতের মতো দুর্যোগে সতর্কতা ও করণীয় বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বলেন, বজ্রপাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে আমাদের কিছু উপায় বের করতে হবে। যেমন, প্রথমেই বজ্রপাতের পূর্বাভাসের উন্নতি সাধন করতে হবে। বজ্রপাতের অন্তত ২০ মিনিট পূর্বে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানতে পারবে, কোন কোন এলাকায় বজ্রপাত হবে। এ খবর মোবাইল ফোনে মেসেজ আকারে অথবা গণমাধ্যমে কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষকে জানানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় থেকে রক্ষায় কেবল আগাম সতর্কবার্তাই দেওয়া হয় না, তাদের সাইক্লোন শেল্টারে আনার ব্যবস্থাও গ্রহণ করে সরকার। প্রয়োজনে পুলিশও মোতায়েন করা হয়। বজ্রপাতের ক্ষেত্রেও এমন উদ্যোগ নিতে হবে। শক্তিশালী রাডার ও স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পূর্বাভাসের উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাকৃতিক প্রতিরোধ হিসেবে খোলা জায়গায় তাল গাছ, নারকেল গাছ, সুপারি গাছ, বটগাছ ইত্যাদি দ্রুত বর্ধনশীল উঁচু গাছ রোপণ করতে হবে।

বক্তাগণ আরও বলেন, আকাশে ঘন-কালো মেঘ দেখা দিলে বজ্রপাতের আশঙ্কা তৈরি হয়। সাধারণত ৩০-৪৫ মিনিট বজ্রপাত স্থায়ী হয়। এ সময়ে ঘরে অবস্থান করাই ভালো। খুব প্রয়োজন হলে রাবারের জুতা পায়ে দিয়ে বাইরে যাওয়া যেতে পারে। বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, খোলা মাঠ বা উঁচু স্থানে অবস্থান করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এ সময়ে ধানক্ষেত বা খোলা মাঠে থাকলে তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে কানে আঙুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে পড়তে হবে। খোলা স্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেককে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে সরে যেতে হবে। খোলা জায়গায় কোনো বড় গাছের নিচে আশ্রয় নেওয়া যাবে না। গাছ থেকে ৪ মিটার দূরে থাকতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। টিনের চালা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। উঁচু গাছপালা, মোবাইল টাওয়ার থেকে দূরে থাকতে হবে। বজ্রপাতের সময় গাড়ির ভেতরে অবস্থান করলে গাড়ির ধাতব অংশের সঙ্গে শরীরের সংযোগ ঘটানো যাবে না। সম্ভব হলে গাড়ি নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি বা বারান্দায় থাকা যাবে না। বাড়ির জানালা বন্ধ রাখতে হবে এবং ঘরের ভেতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকতে হবে। মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, ল্যান্ডফোন, টিভি, ফ্রিজসহ সব ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে এবং এগুলো বন্ধ রাখতে হবে। ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির প্লাগগুলো লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে। বজ্রপাতের সময় ধাতব হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করা যাবে না, প্রয়োজনে প্লাস্টিকের অথবা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করতে হবে। খোলা মাঠে খেলাধুলা করা যাবে না। বজ্রপাতের সময় ছাউনিবিহীন নৌকায় মাছ ধরা যাবে না, তবে এ সময় নদীতে থাকলে নৌকার ছাউনির ভেতরে অবস্থান করতে হবে। বজ্রপাত ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির রেলিং, ধাতব পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করা যাবে না। প্রতিটি ভবনে বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।

বজ্রপাতে মৃত্যুর তথ্য

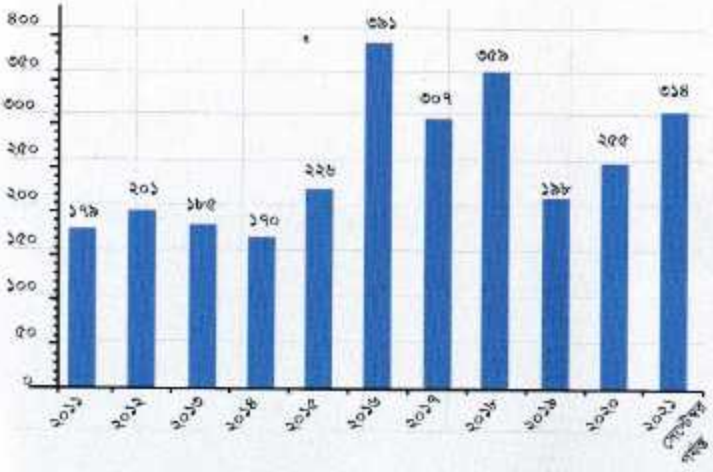

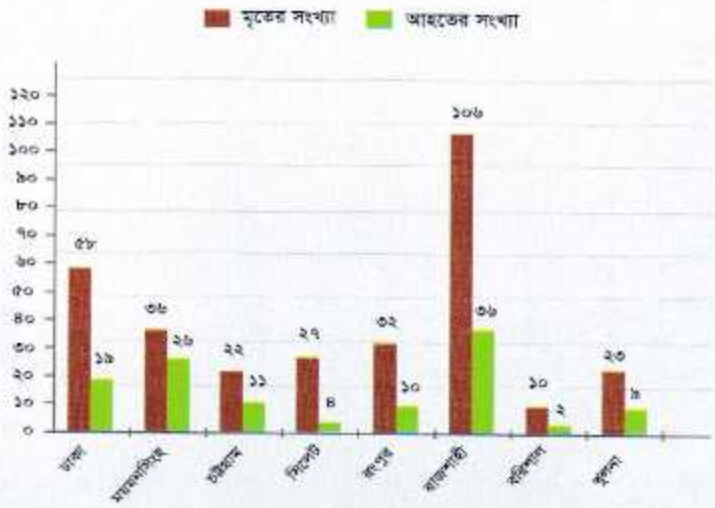

২০১১ থেকে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বজ্রপাতে মৃতের ও আহতের সংখ্যা

সাল	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
মৃতের সংখ্যা	১৭৯	২০১	১৮৫	১৭০	২২৬	৩৯১	৩০৭	৩৫৯	১৯৮	২৫৫	৩১৪

বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকতে নিজে জানুন, অন্যকে জানান

- এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রবৃষ্টি বেশি হয়; বজ্রপাতের সময়সীমা সাধারণত ৩০-৪৫ মিনিট স্থায়ী হয়। এ সময়টুকু ঘরে অবস্থান করুন।
- ঘন কালো মেঘ দেখা দিলে ঘরের বাহির হবেন না; অতি জরুরি প্রয়োজনে রাবারের জুতা পরে বের হতে পারেন।
- বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, খোলা মাঠ অথবা উঁচু স্থানে থাকবেন না।
- বজ্রপাতের সময় ধানক্ষেতে বা খোলা মাঠে থাকলে তাড়াতাড়ি পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকুন।
- যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন। টিনের চালা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলুন।
- উঁচু গাছপালা ও বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার বা ধাতব খুঁটি, মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন।
- কালো মেঘ দেখা দিলে নদী, পুকুর, ডোবা জলাময় থেকে দূরে থাকুন।
- বজ্রপাতের সময় গাড়ির ভেতর অবস্থান করলে, গাড়ি ধাতব অংশের সঙ্গে শরীরের সংযোগ ঘটাবেন না; সম্ভব হলে গাড়িটা নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন।
- বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি ও বারান্দায় থাকবেন না। জানালা বন্ধ রাখুন এবং ঘরের ভেতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকুন।
- বজ্রপাতের সময় মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, ল্যান্ডফোন, টিভি, ফ্রিজসহ সব বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন এবং এগুলো বন্ধ রাখুন।
- বজ্রপাতের সময় ধাতব হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করবেন না। জরুরি প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করতে পারবেন।
- বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখুন এবং নিজেরাও বিরত থাকুন।
- বজ্রপাতের সময় ছাউনিবিহীন নৌকায় মাছ ধরতে যাবেন না; তবে এ সময় সমুদ্র বা নদীতে থাকলে মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করুন।
- বজ্রপাত ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করবেন না।
- প্রতিটি বিল্ডিংয়ে বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন নিশ্চিত করুন।
- খোলা স্থানে অনেককে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে দূরে সরে যান।
- কোনো বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে যান।
- বজ্রপাতে কেউ আহত হলে বৈদ্যুতিক শকে আহতদের মতো করেই চিকিৎসা করতে হবে। প্রয়োজনে দ্রুত চিকিৎসককে ডাকতে হবে বা হাসপাতালে নিতে হবে। বজ্র আহত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎস্পন্দন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়-এর মিডিয়া সেল কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। যোগাযোগ : ৯৫৪০১৩৪
ই-মেইল : mediacell@modmr.gov.bd